দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR 17 1999 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৮ ...

বুয়েট, ঢাকা

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশের প্রায় সর্বত্র সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। দেশের অন্যতম নামকরা একটি কলেজ 'চট্টগ্রাম কলেজও এর ব্যতিক্রম নয়। রাজনৈতিক একটি সংগঠন নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে ছাত্রনামধারী পেশাদার সন্ত্রাসীদের এখানে লালন করে চলেছে। আর এরা সুযোগ পেলেই ভিন্নমতাবলম্বী ও ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী ছাত্রদের আক্রমণ করে থাকে। এই কলেজের ছাত্রাবাসে ঘুমন্ত ছাত্রকে জবাই করার নজির যেমন সকলেরই জানা, তেমনি কুখ্যাত সন্ত্রাসী নাসিরের গ্রেফতারের ঘটনাও এ কলেজে ঘটেছে। মতবিরোধের কারণে জনৈক ছাত্রের ছাত্রাবাস থেকে বিদায় নেবার ঘটনাতো সেদিনের। এদের কারণে হাতাহাতি, মারামারি, ধাওয়া পাল্টাধাওয়া, রক্তপাত ও খুন-জখম খুব স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে ক্লাস চলাকালীন সময়ে অস্ত্রের মুখে কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে তুলে নেয়ার ঘটনা পর্যন্ত এই কলেজে ঘটেছে, পরবর্তীতে যার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। শিক্ষক সম্প্রদায়ও ছাত্রনামধারী সন্ত্রাসীচক্রের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। যে কারণে এই কলেজের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ প্রফেসর জুনায়েদকে এখান থেকে বিদায় নিয়ে উত্তরের সীমান্তবর্তী এলাকায় যেতে হয়েছে। তেমনি যেতে হয়েছে পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর সুধীর রঞ্জন দে'কে তাঁর বিভাগ ছেড়ে। জনৈক অকালকুষ্মাণ্ড ছাত্রের ব্যবহারিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট কোন্দলের ফলে শিক্ষিকা ড. ফাতেমা নার্গিসকে হতে হয়েছে ছুরিকাহত। এখন প্রকাশ্যে সেসব ছাত্রনেতা বলে বেড়াচ্ছে বর্তমানে কর্মরত প্রগতিশীল অধ্যক্ষ রওশন আখতার হানিফও এই কলেজে বেশি দিন থাকতে পারবেন না। এতে করে নারী নেতৃত্বে শিক্ষার অধঃপতন ত্বরান্বিত হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাই আকুল আবেদন, এই মিনি ক্যান্টনমেন্ট চট্টগ্রাম কলেজের অতীত ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য দ্রুত ও দৃঢ় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। নচেত অদূর ভবিষ্যতে শামসুর রাহমানের মতো জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে সকলকে জিম্মি হয়ে থাকতে হবে। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই এর অবসান জরুরী।

চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রছাত্রীর পক্ষে
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জনৈক ছাত্র